রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ২৭, ১৯৮৯

৮ম খন্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

ভ্রমণ ভাতা প্রবিধানমালা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৪ই বৈশাখ, ১৩৯৬/২৭শে এপ্রিল, ১৯৮৯

নং এস,আর,ও-১৩৯-আইন/৮৯--Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 (LXIII of 1977) এর Section 24 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Bangladesh Handloom Board, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিলেন ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রয়োগ।--(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্মচারী ভ্রমণভাতা প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এর সকল কর্মচারীর প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়,--

(ক) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;

(খ) "কর্মচারী" বলিতে বোর্ড এর কোন কর্মচারীকে বুঝাইবে; এবং একজন কর্মকর্তা বা শিক্ষানবিসও ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(গ) "কিলোমিটার ভাতা" অর্থ প্রবিধান ৪ (৪) এ নির্ধারিত কিলোমিটার ভাতা;

মূল্যঃ ৬০ পয়সা

(ঙ) "দৈনিক ভাতা" অর্থ প্রবিধান ৫ এ নির্ধারিত দৈনিক ভাতা;

(ও) "পরিবার" অর্থ কোন কর্মচারীর স্ত্রী বা স্ত্রীগণ বা ক্ষেত্রমত স্বামী এবং উক্ত কর্মচারীর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল পুত্র, অবিবাহিতা বা বিধবা কন্যা, পিতা, মাতা এবং মৃত পুত্রের স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততি;

(চ) "বোর্ড" অর্থ Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 (LXIII of 1977) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Handloom Board;

(ছ) "ব্যয় বহুল স্থান" অর্থ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী পৌর এলাকা;

(জ) "ভ্রমণ" অর্থ বোর্ড এর কার্য পালনের উদ্দেশ্যে বা উহার স্বার্থে ভ্রমণ;

(ঝ) "ভ্রমণ ভাতা" অর্থ এই প্রবিধান মালার অধীন প্রদেয় আর্থিক সুবিধাদি;

(ঞ) "হেড কোয়ার্টার" অর্থ, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভিন্নভাবে নির্ধারিত না হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী যে কার্য্যালয়ে কর্মরত সেই কার্যালয়।

৩। কর্মচারীগণের শ্রেণী বিভাগ--ভ্রমণ ভাতার প্রাপ্যতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কর্মচারী-গণকে নিম্নবর্ণিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইবে, যথাঃ--

(১) ক-শ্রেণী--সংশোধিত নূতন বেতন স্কেলের ১৬৫০--৩০২০ বা তদূর্ধ স্কেলের সকল কর্মচারী;

(২) খ-শ্রেণী--ক শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী ব্যতীত অন্যান্য এমন সকল কর্মচারী যাহাদের মূল বেতন সংশোধিত নূতন বেতন স্কেলে ১২৫০ টাকার কম নহে;

(৩) গ-শ্রেণী--ক, খ ও ঘ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী ব্যতীত অন্যান্য সকল কর্মচারী;

(৪) ঘ-শ্রেণী--এম,এল,এস,এস, এবং সমপদ মর্যাদা সম্পন্ন কর্মচারীগণ।

৪। বিভিন্ন প্রকার যানবাহনে ভ্রমণের জন্য ভ্রমণ ভাতার হার---(১) রেলপথ বা স্টীমারে ভ্রমণের ক্ষেত্রে কর্মচারীগণ নিম্নরূপ শ্রেণীতে ভ্রমণ করিবার এবং নিম্নবর্ণিত হারে ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন ঃ

কর্মচারী শ্রেণী	ভ্রমণের শ্রেণী	ভ্রমণ ভাতা
ক-শ্রেণী		
(১) সংশোধিত নূতন বেতন স্কেলের ৩৭০০—৪৮২০ টাকা বা তদূর্ধ বেতন ক্রমভুক্ত কর্মচারী	শীততাপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী এবং উক্তরূপ শ্রেণী না থাকিলে নিম্নতর উচ্চতম শ্রেণী।	প্রকৃত ভাড়া, আসন সংরক্ষণের জন্য অতিরিক্ত খরচ (যদি থাকে) ও আনুষংগিক খরচ বাবদ উক্ত ভাড়ার ৫০%।
(২) অন্যান্য কর্মচারী	প্রথম শ্রেণী	ঐ

কর্মচারী শ্রেণী	ভ্রমণের শ্রেণী	ভ্রমণ ভাতা
খ-শ্রেণী	দুইটির বেশী শ্রেণী থাকিলে দ্বিতীয় শ্রেণী এবং শুধু দুইটি শ্রেণী থাকিলে উচ্চতর শ্রেণী।	প্রকৃত ভাড়া ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ উক্ত ভাড়ার ৮০%।
গ-শ্রেণী	দুইটির বেশী শ্রেণী থাকিলে দ্বিতীয় শ্রেণী এবং শুধু দুইটি শ্রেণী থাকিলে নিম্নতম শ্রেণী।	ঐ
ঘ-শ্রেণী	নিম্নতম শ্রেণী	ঐ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারী রেলপথে বা স্টীমারের যে শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে অধিকারী সেই শ্রেণীতে ভ্রমণ না করিয়া নিম্নতর কোন শ্রেণীতে ভ্রমণ করিলে বা তাহাকে নিম্নতর শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে হইলে, তিনি ভ্রমণ-ভাতা বাবদ উক্ত শ্রেণীর প্রকৃত ভাড়া এবং যে শ্রেণীতে ভ্রমণের অধিকারী উপরোক্ত হারে সেই শ্রেণীর আনুষঙ্গিক খরচ পাইবেন।

(২) সংশোধিত নূতন বেতন স্কেলের ৩৭০০--৪৮২৫ টাকা বা তদূর্ধ বেতন ক্রমভুক্ত ক-শ্রেণীর কর্মচারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিমানের ইকনমি শ্রেণীতে ভ্রমণের অধিকারী হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনুমতি প্রদান করিলে, অন্য কোন কর্মচারীও বিমানে ভ্রমণ করিতে পারিবেন।

(৩) বিমানে ভ্রমণজনিত দুর্ঘটনার ঝুঁকির ব্যাপারে বিমানে ভ্রমণকারী কর্মচারীর কোন ব্যক্তিগত বীমা পলিসী না থাকিলে এবং অনুরূপ ভ্রমণের পূর্বে তিনি সেই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিলে, প্রতিটি উড্ডয়নের জন্য বোর্ড এর খরচে অনধিক দুই লাখ টাকার বীমা পলিসির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(৪) সড়ক পথে কোন কর্মচারীর ভ্রমণের ক্ষেত্রে, ভাড়া প্রদান করিতে হয় একই রূপ কোন যানবাহনের উক্ত কর্মচারী সড়ক পথে ভ্রমণ করিলে প্রবিধান ৭ ও ৮ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, তিনি নিম্নবর্ণিত হারে কিলোমিটার ভাতা পাইবেন যথা ঃ--

কর্মচারীর শ্রেণী	কিলোমিটার ভাড়ার হার (প্রতি কিলোমিটার বা উহার অংশের জন্য)
ক-শ্রেণী	১.০০
খ-শ্রেণী	.৮০
গ-শ্রেণী	.৬০
ঘ-শ্রেণী	.৪০

ব্যাখ্যা--"সড়ক পথে ভ্রমণ" বলিতে নৌকা, স্পীড বোট বা যন্ত্রচালিত নৌকাযোগে ভ্রমণও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৫) কোন কর্মচারী বোর্ড এর কোন যানবাহনের বা বোর্ড কর্তৃক অন্যবিধভাবে সংগৃহীত যানবাহনে ভ্রমণ করিলে তিনি প্রবিধান ৬(২) অনুসারে শুধু মাত্র দৈনিক ভাতা পাইবেন।

৫। দৈনিক ভাতা--(১) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কর্মচারী তাহার হেড কোয়ার্টার হইতে ৮ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বাহিরে কোন স্থানে ভ্রমণ করিলে এবং এইরূপ ভ্রমণের কারণে হেড কোয়ার্টার হইতে তাহাকে অন্যূন আট ঘন্টাকাল অনুপস্থিত থাকিতে হইলে উক্ত সময়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি নিম্নবর্ণিত হারে দৈনিক ভাতা পাইবেন ঃ

কর্মচারীর শ্রেণী	সাধারণ স্থানের জন্য দৈনিক ভাতার হার।	ব্যয় বহুল স্থানের জন্য দৈনিক ভাতার হার।
ক-শ্রেণী (১) মাসিক মূল বেতন অনূর্ধ ২৪০০ টাকার কম হইলে।	৩২'০০ টাকা	কলাম ২এ উল্লিখিত হার ও উহার এক তৃতীয়াংশ।
(২) মাসিক মূল বেতন ২৪০০ টাকার বেশী কিন্তু ৩৬৯৯ টাকার বেশী না হইলে।	৩৬'০০ টাকা	ঐ
(৩) মাসিক মূল বেতন ৩৭০০ টাকা বা ততোধিক হইলে।	৩৬'০০ টাকা এবং ৩৭'০০ টাকা বেতনের অতিরিক্ত প্রতি ১০০০ টাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ৮'০০ টাকা।	ঐ
খ-শ্রেণী(১) মাসিক মূল বেতন ১২৫০ টাকা বা উহার বেশী কিন্তু ১৮৪৯ টাকার বেশী না হইলে।	২৫'০০	ঐ
(২) মাসিক মূল বেতন ১৮৫০ টাকা বা ততোধিক হইলে।	২৫'০০ টাকা এবং ১৮৫০ টাকা বেতনের অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ৩·০০ টাকা।	ঐ
গ-শ্রেণী	সর্বনিম্ন দৈনিক ভাতা ১৫ টাকা সাপেক্ষে মাসিক মূল বেতনের প্রতি ২০০ টাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ৩'৫০ টাকা।	ঐ
ঘ-শ্রেণী	১৫'০০ টাকা	ঐ

(২) কোন কর্মচারী বোর্ড এর কোন যানবাহনে বা বোর্ড কর্তৃক ভাড়াকৃত বা অন্যবিধ-ভাবে সংগৃহীত যানবাহনে হেড কোয়ার্টার হইতে তের কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বাহিরে কোন স্থানে ভ্রমণ করিলে এবং এইরূপ ভ্রমণের কারণে তাহাকে হেড কোয়ার্টার হইতে অন্যূন আট ঘন্টাকাল অনুপস্থিত থাকিতে হইলে তিনি উপ-প্রবিধান(১) এ নির্ধারিত হারে দৈনিক ভাতা পাইবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি কোন কিলোমিটার ভাড়া পাইবেন না।

(৩) খাগড়াছড়ি, বান্দরবন ও রাংগামাটি এলাকায় কোন কর্মচারীর ভ্রমণের ক্ষেত্রে তিনি সরকারী কর্মচারীগণের বেলায় প্রযোজ্য বিধিমালা বা অন্যবিধ নিয়মাবলী, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, অনুসারে দৈনিক ভাতা পাইবেন।

(৪) কোন কর্মচারী ভ্রমণ কালে হেড কোয়ার্টারের বাহিরে দশ দিনের বেশী কিন্তু ৬০ দিনের বেশী নয় এইরূপ সময় অতিবাহিত করিলে তিনি, উপ-প্রবিধান(১), (২) এবং (৩) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত হারে দৈনিক ভাতা পাইবেন—

(ক) প্রথম দশ দিনের জন্য পূর্ণ হারে;

(খ) প্রথম দশ দিনের পরবর্তী বিশ দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য পূর্ণ হারের তিন চতুর্থাংশ;

(গ) দফা (খ)তে উল্লিখিত সময়ের পরবর্তী ত্রিশ দিন সময়ের জন্য পূর্ণ হারের অর্ধেক হারে;

(ঘ) ৬০ দিনের অতিরিক্ত সময় ব্যাপী অবস্থান করিলে তিনি কোন দৈনিক ভাতা পাইবেন না।

৬। দৈনিক ভাতার পরিবর্তে হোটেল খরচ--(১) ভ্রমণকালে ব্যয় বহুল স্থানে অবস্থানের জন্য বোর্ড বা সরকার বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন অতিথিশালা, ডাক বাংলা বা সার্কিট হাউস বা বিশ্রামশালায় স্থান সংকুলান না হইলে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ক-শ্রেণীভুক্ত কর্মচারীগণকে দৈনিক ভাতার পরিবর্তে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে বা হোটেলে অবস্থানের প্রকৃত ভাড়া দুইয়ের মধ্যে যাহা কম, এবং উক্ত সাধারণ দৈনিক ভাতার ৫০% প্রদান করা যাইতে পারে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধানের অধীনে নির্ধারিত হারের পরিমাণ দৈনিক ৮০০ টাকার বেশী হইবে না;

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত ভাড়ার মধ্যে সুরা জাতীয় বা হালকা পানীয়, লন্ড্রী খরচ বা বখশিষ অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে ভাড়া গ্রহন করিতে হইলে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ভ্রমণ-ভাতা বিলে এই মর্মে প্রত্যায়ন করিবেন যে, তিনি বোর্ড বা সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন সার্কিট হাউস বা ডাক বাংলা বা অতিথিশালায় বা বিশ্রাম শালায় অবস্থানের সুবিধা পান নাই, এবং তিনি উক্ত বিলের সহিত হোটেল ভাড়া প্রদানের রশিদও দাখিল করিবেন।

৭। বদলীর ক্ষেত্রে ভ্রমণ ভাতা।--এক কর্মস্থল হইতে অন্য কর্মস্থলে কোন কর্মচারীর বদলীর ক্ষেত্রে,

(ক) তিনি রেলপথ বা ষ্টীমারে ভ্রমণ করিলে তাহার নিজের জন্য একটি প্রকৃত ভাড়া এবং তাহার প্রাপ্য শ্রেণীর অতিরিক্ত দুইটি ভাড়া প্রদান করা হইবে, এবং তাহার সঙ্গে পরিবারের সদস্যগণ ভ্রমণ করিলে প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির জন্য একটি এবং শিশুর জন্য অর্ধেক ভাড়া প্রদান করা হইবে; এইরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত ভাড়া প্রদান করা হইবে এবং ইহা উক্ত কর্মচারী যে শ্রেণীতে ভ্রমণের অধিকারী তাহার অতিরিক্ত হইবে না;

(খ) তিনি সড়ক পথে ভ্রমণ করিলে তাহার নিজের জন্য এবং তাহার সহিত ভ্রমণকারী পরিবারের অনধিক দুইজন সদস্যের প্রকৃত ভাড়া এবং প্রত্যেকের জন্য একটি অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করা হইবে; এবং দুইজনের অধিক সদস্যের প্রত্যেকের জন্য একটি করিয়া প্রকৃত ভাড়া প্রদান করা হইবে;

(গ) ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহনের খরচ বাবদ সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা বা নিয়মাবলী অনুসারে প্রকৃত পরিবহন খরচ এবং প্যাকিং খরচ প্রদান করা হইবে;

(ঘ) তাহার পরিবারের সদস্যগণ উক্ত কর্মচারী কর্তৃক দায়িত্ব হস্তান্তরের পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে নূতন কর্মস্থলে পৌঁছাইলে বা বদলীর ফলে পুরাতন কর্মস্থল হইতে অন্যত্র গমন করিলে দফা (খ) বা (গ) অনুসারে তাহার পুরাতন কর্মস্থল হইতে নূতন কর্মস্থল পর্যন্ত ভ্রমণ প্রাপ্য বাবদ ভাতা প্রদান করা হইবে।

৮। কিলোমিটার ভাতা ও উহা নির্ধারণের পদ্ধতি।--(১) ভ্রমণের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে কিলোমিটার ভাতা প্রদান করা হইবে এবং যাত্রা আরম্ভের স্থান ও ভ্রমণ স্থানের ভিত্তিতে উহা নিরূপিত হইবে;

(২) কিলোমিটার ভাতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে দুইটি স্থানের মধ্যে স্বল্প দূরত্ব বা অধিকতর সুবিধাজনক পথে ভ্রমণ অনুমোদন করা হইবে।

(৩) যে পথে স্বল্পতম সময়ে ভ্রমণ করা যায় তাহাই স্বল্প দূরত্বের পথ গণ্য হইবে, এবং এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকিলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা নির্ধারণ করিবে।

(৪) কোন কর্মচারী স্বল্প দূরত্বের পথে ভ্রমণ না করিলেও উহা যদি স্বল্প ব্যয় সম্পন্ন হয় তাহা হইলে এইরূপ স্বল্প ব্যয় সম্পন্ন পথে ভ্রমণ বাবদ ভ্রমণ ভাতা দেওয়া যাইতে পারে।

(৫) ভ্রমণের স্থান রেলপথ বা ষ্টীমার দ্বারা সংযুক্ত হইলে কিলোমিটার ভাড়া প্রদেয় হইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, রেলপথ বা ষ্টীমার যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও সড়ক পথে ভ্রমণ সংঘটিত হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ রেল বা ষ্টীমারে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শ্রেণীর ভাড়ার অধিক নহে এইরূপ ভাতা মঞ্জুর করিতে পারেন।

৯। বিদেশে যাতায়াতের ভ্রমণ ভাতা।--কোন কর্মচারী বিদেশে ভ্রমণ করিলে তিনি সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা বা নিয়মাবলী, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, অনুসারে ভ্রমণ ভাতা পাইবেন।

১০। ভ্রমণ আদেশ।--ভ্রমণে যাওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সংগ্রহ করিবেন।

১১। ভ্রমণ আরম্ভ ও সমাপ্তি স্থান।--উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর হেড কোয়ার্টারকে ভ্রমণের আরম্ভস্থল এবং ভ্রমণকারীর গন্তব্যস্থলকে ভ্রমণ সমাপ্তির স্থান হিসাবে গণ্য করা হইবে।

১২। ভ্রমণ ভাতা বিল পেশ করার সময়সীমা।--(১) বদলী ব্যতীত অন্যান্য ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভ্রমণ সমাপ্তির পর হেড কোয়ার্টারে প্রত্যাবর্তনের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ভ্রমণ ভাতা বিল পেশ করিতে হইবে, তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ ক্ষেত্রে উক্ত সময়সীমা অনধিক দুই মাস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারে।

(২) বদলীর ক্ষেত্রে পুরাতন কর্মস্থলের দায়িত্বভার হস্তান্তরের বা দায়িত্ব মুক্ত (রিলিজ) হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ভ্রমণ ভাতা বিল পেশ করিতে হইবে, তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ পরিস্থিতিতে, উক্ত সময়সীমা তিন মাস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারে।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) বা (২) এ নির্ধারিত সময়সীমার পর কোন ভ্রমণ ভাতা বিল পেশ করা হইলে উহা মঞ্জুর করা হইবে না।

১৩। অগ্রিম ভ্রমণ ভাতা, ইত্যাদি।—(১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ভ্রমণ আদেশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর প্রাপ্য আনুমানিক ভ্রমণ ভাতার অনধিক ৮০% অগ্রিম ভ্রমণ ভাতা মঞ্জুর করিতে পারে; এবং উক্ত অগ্রিম (এডভ্যান্স) সমন্বিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত কর্মচারীকে আর কোন অগ্রিম ভ্রমণ ভাতা দেওয়া হইবে না।

(২) বদলীর ক্ষেত্রে, উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত হারে অগ্রিম ভ্রমণ ভাতা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে তাহার এক মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ অগ্রিম প্রদান করা যাইবে, এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নূতন কর্মস্থলে যোগদান করিলে তিনটি সমান কিস্তিতে তাহার মাসিক বেতন হইতে উক্ত অগ্রিম কর্তন করা হইবে।

১৪। আসন সংরক্ষণ বাতিল, ইত্যাদি।--কোন ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভ্রমণ সূচী পরিবর্তনের কারণে ভ্রমণকারীকে তাহার সংরক্ষিত আসন বাতিল করিতে হইলে এবং উক্ত বাতিলকরণের ফলে কোন অর্থ কর্তন করা হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ বাতিলের পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া, কর্তনকৃত অর্থকে ভ্রমণ ভাতার অংশ গণ্য করিয়া ভ্রমণভাতা মঞ্জুর করিতে পারে।

১৫। স্থায়ী ভ্রমণ ভাতা।--এই প্রবিধানমালার অন্যান্য বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে সকল স্থায়ী কর্মচারীকে সাধারণতঃ ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করিতে হয়, সেই সকল কর্মচারীর জন্য বোর্ড সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, লিখিত আদেশ দ্বারা মাসিক ভিত্তিতে স্থায়ী ভ্রমণ ভাতা নির্ধারণ করিতে পারে।

১৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভ্রমণ ভাতা।--কোন কর্মচারী খাগড়াছড়ি, বান্দরবন ও রাংগামাটি এলাকায় ভ্রমণ করিলে তাহাকে সরকারী কর্মচারীগণের বেলায় প্রযোজ্য বিধিমালা বা অন্যবিধ নিয়মাবলী, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, অনুসারে ভ্রমণ ভাতা প্রদান করা হইবে।

১৭। ভ্রমণ-ভাতা বিলের ফরম।--বোর্ড লিখিত আদেশ দ্বারা, ভ্রমণ ভাতা বিলের ফরম এবং উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের পদ্ধতিও নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৮। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা, ইত্যাদি।--(১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভ্রমণ ভাতা বিল অনুমোদিত না হইলে কোন কর্মচারীর ভ্রমণ-ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থ প্রদেয় হইবে না।

(২) ভ্রমণ-ভাতা বিল অনুমোদনের সময় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ভ্রমণ-ভাতা বিলে প্রদত্ত সকল তথ্য, দাবীকৃত অর্থের যথার্থতা এই প্রবিধানমালার বিধানাবলী দৃষ্টে পরীক্ষা করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে বিলে প্রদত্ত তথ্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কাগজাদি বা অন্যবিধ তথ্য-প্রমাণ তলব করিতে অথবা কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া ভ্রমণ ভাতা বিল সংশোধনের নির্দেশ দিতে বা উহা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করিতে বা দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ হ্রাস করিতে পারিবেন।

১৯। আদালত ইত্যাদিতে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ভ্রমণ ভাতা।--কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অনুরূপ কর্তৃপক্ষের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য কোন কর্মচারী ভ্রমণ করিলে এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি উক্ত আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করিলে তিনি কোন ভ্রমণ-ভাতা পাইবেন না।

২০। অসুবিধা দূরীকরণ।--ভ্রমণ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই প্রবিধান মালার অপর্যাপ্ত বিধান থাকিলে সরকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা বা অন্যবিধ নিয়মাবলী, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, অনুসরণ করিতে হইবে, এবং কোন বিষয়ে এইরূপ বিধিমালা বা নিয়মাবলী অনুসরণে অসুবিধা দেখা দিলে, সরকারের কোন সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে, উক্ত বিষয়ে বোর্ড প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে

এ, আর, এম, সালেহ্ উদ্দিন

চেয়ারম্যান।

(৪৯—১)

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
খোন্দকার মাহফুজুল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।